আর্গুমেন্টস অব আরজু

আরিফুল ইসলাম

সূচিপত্র

মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া ১৩
আল্লাহ অদ্বিতীয় হলে কুরআনে 'আমরা' শব্দ কেন? ১৯
আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন? ২৪
ভবিষ্যদ্বাণী! ৩২
কালোজিরার হাদীস নিয়ে যত কানাঘুষা ৩৯
কয়েকটি হাস্যকর যুক্তির অপনোদন ৪৩
তাদের অন্তরে আসলেই কি আল্লাহ মোহর মেরে দেন? ৪৯
মুসলিমরা নাস্তিক হয়, নাস্তিকরা আস্তিক হয় না কেন? ৫৪
চোরের হাত-কাটার বিধান কি নিষ্ঠুরতা? ৫৮
নতুন মোড়কে পৌত্তলিক সংস্কৃতি ৬৭
তোমরা তা কখনই পারবে না... ৭২
জান্নাতে সমকামিতা ৭৮
সূরা লাহাব নিয়ে যত মিথ্যাচার ৮৩
উৎসব সবার? ৮৮
সম্প্রসারণশীল বিশ্ব ৯৪
ইবলিস জিন, নাকি ফেরেশতা? ১০০

কাবাঘরে মাদার মেরির ছবি! ১০৪
‘সরি’ বনাম ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ১১২
কুরআনের ঐতিহাসিক ভুল! ১১৫
বিশ্বজগত কত দিনে সৃষ্টি? ১২৪
ব্লাক হোল ১২৯
সমকামিতার রঙধনু ১৩৩
ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ ১৩৮
ইসলামে দাসপ্রথা বনাম পাশ্চাত্যে দাস ব্যাবসা ১৪২

মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া

টিএসসিতে একটা প্রোগ্রামে এটেন্ড করার কথা আমার আর আরজুর। হল-গেটের সামনে আরজুর জন্য অপেক্ষা করছি।

আরজু আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, হাতঘড়ি পরা শুরু করলি কবে থেকে?'

'আর বলিস না, মা'কে রোজ রাত ১০টায় ফোন করি। সে-দিন ব্যস্ত ছিলাম তাই ফোন করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। মা রাত ১০.৪৫-এ ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, ফোন করতে এতো দেরি কেন? আমি বললাম, একটি কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই সময়মতো ফোন করতে ভুলে গেছি। গতকাল দেখি আমার নামে একটি পার্সেল এসেছে। খুলে দেখি এই নতুন ঘড়ি। মা পরে ফোন করে বললেন, এবার থেকে ঠিকমতো ফোন করো।'

আমি হেসে বললাম, 'বাহ! মায়ের আদরের ছেলে।' পরক্ষণে খেয়াল করে দেখলাম, আরজু তার ঘড়িটি পরেছে ডান হাতে, আমরা সাধারণত বাম হাতে ঘড়ি পরি। আরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে ডান হাতে ঘড়ি পরছিস যে?'

'আরে এমনিতেই পরেছি, চল যাই।'

আরজু সাধারণত কোনো কাজ এমনি এমনি করে না, কাজ করার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ থাকবে।

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি করে বল, 'কেন ডান হাতে ঘড়ি পরেছিস?'

আমার নাছোড়বান্দা স্বভাব দেখে আরজু বলল, 'আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাজ শুরু করার সময় ডান দিক থেকেই শুরু করতেন। কোনোকিছু পরার বেলায়ও ডান দিক থেকে। এই যেমন—জুতো, জামা; কিন্তু তখনকার সময় তো ঘড়ি ছিল না তাই ঘড়ি নিয়ে বলা হয়নি। ওই সুন্নাতটি ফলো করতে গিয়ে আমি ঘড়ি ডান হাতে পরেছি। তাছাড়া ডান হাতে ঘড়ি পরলে নামাজে হাত বাঁধতে সুবিধা হবে। ঘড়ির ওপর হাত বাঁধা লাগে না।'

আরজুর কথা শুনে বরাবরই মুগ্ধ হই, এই কথা শুনেও মুগ্ধ হলাম। তাই সাথে সাথে আমার বাম হাতের ঘড়িটি ডান হাতে পরলাম।

সামাজিক বিজ্ঞান চত্বরের সামনে দিয়ে যাবার সময় অভিজিৎ দা 'আরিফ' বলে ডাক দিলেন। আমি আর আরজু দাঁড়ালাম। অভিজিৎ দা হাত দিয়ে ইশারা দিচ্ছেন তার কাছে যাবার জন্য। আমি আরজুর দিকে তাকালাম আর আরজু ঘড়ির দিকে। অভিজিৎ দা আবার ডাক দিলেন, আরে, কী এতো ভাবছ? এদিকে আসো।

অভিজিৎ দা'র কাছে যাবার পর তিনি বললেন, 'দুই হুজুর কই যাচ্ছ? দাদাকে তো একদম ভুলেই গেছ!'

আমি বললাম, 'আরে না, দাদা, আপনাকে কি ভুলে যেতে পারি।'

অভিজিৎ দা'র সাথে আরেকজন লোক বসা ছিলেন। অভিজিৎ দা তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, ৬টার সময় টিএসসিতে একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের। অভিজিৎ দা বললেন, 'এখন বাজে মাত্র ৫.৩৫, ৬টা বাজতে আরও ২৫ মিনিট বাকি। তার ওপর এসব অনুষ্ঠান শুরু হতে আরও আধঘণ্টা বেশি লাগবে।'

কোথাও যেতে হলে আরজু ১৫-২০ মিনিট হাতে রেখে বের হয়, তাই সময় যখন হাতে আছে আমরা বসলাম অভিজিৎ দা'র কাছে।

'চা খাব কি না' জিজ্ঞেস করলে আমি হেসে বললাম, 'চা-তে 'না' নাই।' অভিজিৎ দা চায়ের অর্ডার দিলেন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর অভিজিৎ দা বললেন, 'আচ্ছা শুনলাম, তোমাদের কুরআনে নাকি সামান্য পিঁপড়ার কাহিনিরও উল্লেখ আছে, ওরা

একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে—সেই কাহিনিও আছে।’

আসার আগে মনে মনে ভাবছিলাম; এরকম কিছু নিয়েই হয়তো কথা বলার জন্য ডাকছেন। আমি উত্তর দিলাম, ‘হ্যাঁ, এরকম কাহিনি আছে। এমনকি শুধু পিঁপড়ার নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরাও আছে। সূরাটির নাম ‘নামল’ মানে, পিঁপড়া।’

আমার কথা শেষ হবার আগেই অভিজিৎ দা হেসে গড়িয়ে পড়বেন এই অবস্থা। সাথে থাকা লোকটিও হেসে একজন আরেকজনকে হাই-ফাইভ দিচ্ছে।

হাসি থামার পর অভিজিৎ দা বললেন, ‘বড়ই হাস্যকর তোমাদের কুরআন। পশু-পাখির নামে একেকটি অধ্যায়, কোথাও গোরুর নামে সূরা, কোথাও মৌমাছির নামে আবার কোথাও পিঁপড়ার নামে! এটা তো আদিম যুগের মানুষের কিচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর, কৃষক আর পশু-শিকারী মানুষদের দিনলিপি।’

এটা বলার পর এবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন অভিজিৎ দা যদি না পাশের লোকটি তাকে ধরতেন। হাসি থামানোর পর প্রথমবারের মতো আরজু মুখ খুলল। অভিজিৎ দা’কে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা অভিজিৎ দা, বলো তো, বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন কোনটি?’

অভিজিৎ দা আবারও হাসলেন। হাসি থামার পর বললেন, ‘এটা কোনো প্রশ্ন হলো? এখন বিসিএসের পড়া পড়ছি, প্রশ্নটা তো দুধভাত। বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিনের নাম পিপীলিকা, সাস্টের শিক্ষার্থীরা বানিয়েছে।’

আরজু অভিজিৎ দা’র কথায় সায় দিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, আর এই পুরোটার তত্ত্বাবধান করেছেন ড. জাফর ইকবাল স্যার।’

অভিজিৎ দা বললেন, ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি।’

এবার আরজু বলল, ‘এই আধুনিক যুগে এসে কেউ আধুনিক প্রযুক্তির নামকরণ করছে ‘পিপীলিকা’ আর তাদের আপনি বিজ্ঞানমনা বলছেন; কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কেউ পিপীলিকার কথা বললে আপনি তা আদিম যুগের বর্বর মানুষের সাথে তুলনা করছেন। বাহ! এটাই হলো আপনাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড!’

আরজুর কথা শুনে অভিজিৎ দা'র মুখ থেকে হাসির রেখা অনেকখানি মুছে গেল। কিছু একটা তো এখন বলতে হবে। তাই অভিজিৎ দা বললেন, 'নিশ্চয়ই পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনের নামকরণের পেছনে কোনো কারণ আছে।'

'Come to the point. নিশ্চয়ই এটার পেছনে কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, মানুষের মতো পিঁপড়ারও একটা সমাজ আছে। মানুষ যেমন দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, চাষাবাদ করে, একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি বানায়, পরবর্তী সময়ে খাওয়ার জন্য খাদ্য মজুদ রাখে—পিঁপড়াও তেমন মানুষের মতো জীবন-যাপন করে। এমনকি মানুষ মারা গেলে যেমন তাকে দাফন করা হয় তেমনই কোনো পিঁপড়া মারা গেলে বাকি পিঁপড়ারা তাকে বহন করে নিয়ে দাফন করে। এইদিক দিয়ে পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্য মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে বেশ মিল আছে।'

আরজুর কথা শেষ হলে অভিজিৎ দা স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'আমি জানতাম, পিপীলিকা সার্চ ইঞ্জিনের নামের পেছনে হয়তো এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে।'

আরজু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তাহলে পবিত্র কুরআনে এরকম বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তখন কেন প্রতিহিংসাস্বরূপ এটা নিয়ে বিদ্রূপ করছেন?'

আরজুর কথা শুনে আগের মতো আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন অভিজিৎ দা। বিদ্রূপ করে বললেন, 'কুরআনে আবার বৈজ্ঞানিক তথ্য, যেখানে বলা হয়েছে পিঁপড়া তাদের মধ্যে কথা বলছে সেটা তো রূপকথার গল্প হবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য না।'

আরজু আমাকে বলল, 'তোর মোবাইল থেকে কুরআনের এ্যাপসটি বের করে সূরা নামলের ১৮ নাম্বার আয়াতটি পড়ে শোনা তো।'

আমি মোবাইল বের করে প্রথমে সূরা নামলের ১৮ নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করলাম এবং বাংলা অনুবাদ পড়লাম—

> *হে পিঁপড়ারা, তোমরা তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে অথচ তারা টেরও পাবে না।*

আরজু অভিজিৎ দা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়াতে থাকা আরবী শব্দ 'কালাত নামলাহ'—মানে হলো, 'একটি নারী পিঁপড়া বলল'। আর এখানে 'হে পিঁপড়ারা' বলে যাদের সম্বোধন করেছে তারাও নারী পিঁপড়া। অর্থাৎ ঘরের বাইরে থাকা এক নারী পিঁপড়া নারী পিঁপড়ার দলকে বলছে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে। কারণ, নারী পিঁপড়ারা থাকে ঘরের বাইরে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মাত্র সেদিন আমরা জেনেছি যে, নারী পিঁপড়ারা হলো কর্মী এবং পুরুষ পিঁপড়ারা হলো প্রজননের জন্য। ১৪০০ বছর আগে যখন আজকের মতো উন্নত টেকনোলজি ছিল না তখন কুরআন কীভাবে এরকম একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য দিল।'

অভিজিৎ দা হয়তো বলতেন এটি হয়তো কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেছে আর কী; কিন্তু অভিজিৎ দা'কে সেটি বলার সুযোগ না দিয়ে আরজু বলে চলল, 'এমনকি কুরআনে পিঁপড়াদের মধ্যকার কথা বলার বিষয়ে বলা হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষ মনে করত পিঁপড়া কথা বলতে পারে না; কিন্তু কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পিঁপড়া ফেরোমোন (Pheromone) নামক রাসায়নিক পদার্থের প্রতি সংবেদনশীল এবং এর দ্বারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেরেমি থমাস (Jeremy Thomas) এবং স্প্যানিশ বিজ্ঞানীরা মিলে একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন পিঁপড়ার কথা বলার ওপর। ৪০০ লাল পিঁপড়ার ঘরের মধ্যে 4 mm এর মাইক্রোফোন এবং স্পীকার বসিয়ে দিয়ে আসলেন তারা। দেখা গেল, পিঁপড়াগুলো বেশ কয়েক ধরনের শব্দ করল। সেই শব্দ রেকর্ড করা হলো।

সেই রেকর্ড অন্য কর্মীপিঁপড়াদের কাছে নিয়ে অন করা হলে দেখা গেল, কর্মী পিঁপড়াগুলো সেই আওয়াজ শুনে ছুটোছুটি শুরু করে। তারা বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশান দেখাতে আরম্ভ করে।

পিঁপড়া যে কথা বলতে পারে সেটি নিয়ে ABC News-এ একটি ডকুমেন্টারিও করা হয়েছে।[১] অথচ সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগে উল্লেখ করেছে—যাকে আপনি 'রূপকথার গল্প' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।'

---

[১] Quran Miracle, Talking ants, scientific discovery on ABC news. (https://www.youtube.com/watch?v=UEGPOaAilvc)

অভিজিৎ দা আর কোনো কথা বলছেন না, আগের মতো আর হাসছেনও না। হঠাৎ ‘উহ’ বলে শব্দ করে উঠলেন। চেয়ে দেখলাম একটি কালো পিঁপড়া অভিজিৎ দা’কে কামড় দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছু হয়নি এরকম একটা ভাব নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন, আমরাও হাসছি।

হাঁটতে হাঁটতে আরজু আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা, মিথ্যাবাদীদের শাস্তি তুই কী দিবি?’

‘ভেবে দেখিনি, তুই বল তো।’

‘ছোটবেলায় যখন আমরা ইংরেজি Lieutenant বানানটি শিখেছি তখন তো আমরা এভাবে শিখছি, ‘মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া’। আর এই শব্দগুলোর ইংরেজি করলেই Lieutenant হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়, কেউ মিথ্যা কথা বললে তার দশটি পিঁপড়ার কামড় খাওয়া উচিত।’

মাগরিবের নামাজ পড়ে টিএসসির অডিটোরিয়ামে ঢুকলাম ৬.৩০ মিনিটে। আমরা ঢোকার সাথে সাথে প্রোগ্রাম শুরু হলো।

* * *

আল্লাহ অদ্বিতীয় হলে কুরআনে ‘আমরা’ শব্দ কেন?

বাসায় আসার সময় যে-বইগুলো এনেছিলাম সবগুলো পড়া শেষ। ভার্সিটি খুলবে আরও তিন দিন পর। সময় কাটানোর জন্য পুরনো ডায়েরিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলাম।

ডায়েরি উল্টাতে গিয়ে চোখ পড়ল ফার্স্ট ইয়ারে টিএসসির এক স্মৃতির কথা। শিরোনাম দিয়েছিলাম ‘টিএসসির আড্ডা’। টিএসসির শেষ-বিকেলের সেই আড্ডার স্মৃতি এখনও মানসপটে ভেসে ওঠে। ডায়েরিটি পড়া শুরু করলাম—

ভার্সিটিতে ভর্তির আগে যেসব জায়গার নাম জানতাম তার মধ্যে ‘টিএসসি’ নামটি এতোবার শুনেছি যে, মনে হতো ঢাবির আরেক নাম টিএসসি। ভর্তি হবার পর প্রথম প্রথম ক্লাস শেষ হলেই টিএসসিতে চলে যেতাম। একা গেলেও দেখতাম সেখানে পরিচিত কেউ-না-কেউ আছে। আড্ডা দেবার সঙ্গী পেয়ে যেতাম।

আজকে রেজওয়ান স্যারের ক্লাস একটু আগে শেষ হলো। এফবিএসের মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে আমি আর আরজু টিএসসি এলাম। টিএসসির সবুজ ঘাসের ওপর বসে আছি দুজন। দশ টাকার বাদাম কিনে চিবাচ্ছি আর আরজুকে মার্কেটিং-এর ‘4P’ কনসেপ্টটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সকালের মার্কেটিং ক্লাসটি সে করতে পারেনি।

টিএসসির অডিটোরিয়ামে মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে। হিন্দি গানের শব্দ অডিটোরিয়ামের বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। ‘হামকো হামিসে চুরালো, দিল মে কাহি তুম চুপালো…’

একটু পর এলো বাংলা ডিপার্টমেন্টের জয়, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের রুমেল আর ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সোহান।

বাংলা ডিপার্টমেন্টে পড়ার দরুন হয়তো জয়ের মধ্যে একটা সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাব চলে আসছে। পাটের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সবসময় হাঁটে। ব্যাগের মধ্যে থাকে দু-চারটি কবিতার বই। রুমেলের গেটাপ দেখে ব্রিটিশ-ব্রিটিশ মনে হচ্ছে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ার দরুন হয়তো এই রঙবদল।

ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সোহান গম্ভীর মুখে বসে আছে। কিছু বলতে চাচ্ছে—এরকম একটা ভাব। হাতে একটা কাগজ নিয়ে বসে আছে।

জয় জিজ্ঞেস করল, ‘কী রে, তোর হাতে এটা কীসের কাগজ?’

একটু সায় পেয়ে সোহান বলল, ‘না মানে, কয়েকদিন ধরে আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে।’

‘আমাদের সাথে শেয়ার কর; দেখি, পারলে সল্যুশন দিলাম, না-হয় দেখা যাবে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।’

‘কয়েকদিন আগে কুরআনের একটি আয়াত পড়েছি। সেখানে আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে ‘আমরা’ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আমরা তো জানি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলে তিনি ‘আমি’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘আমরা’ শব্দটির ব্যবহার করলেন কেন? আর ‘আমরা’ তো বহুবচন শব্দ।’

সোহানের প্রশ্নটি আমার কাছেও যৌক্তিক মনে হলো; আসলেই তো, আল্লাহ ‘আমি’ না ব্যবহার করে ‘আমরা’ ব্যবহার করলেন কেন? আমরা সবাই একে অন্যের দিকে তাকালাম। একসময় যখন দেখলাম কেউই এর উত্তর জানে না, তখন সবাই একসাথে আরজুর দিকে তাকালাম। আরজু হেসে বলল, ‘এটার উত্তরও আমাকে দিতে হবে?’

রুমেল বলল, ‘এতো ভাব নিস না, পারলে উত্তর দে।’ আরজু একটু নড়েচড়ে বসল। আমরাও উন্মুখ হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি আরজুর আর্গুমেন্টস শোনার জন্য।

আরজু বলা শুরু করল, ‘পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে ‘আমরা’ সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন—সূরা হিজরের ১০ নাম্বার

আয়াতে আল্লাহ বলেন—

……

আমরা আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।

……

এছাড়াও সূরা হা-মীম সিজদার ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন—

……

আমরা ভূমির ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি।

……

‘আমরা’ শব্দটি আরও পাওয়া যায় সূরা আলে-ইমরানের ১৪৫ নাম্বার আয়াতে, সূরা হিজরের ৯ নাম্বার আয়াতে, সূরা হিজরের ৮৫ নাম্বার আয়াতে।’

আমি এবার বললাম, ‘তার মানে এটা সত্য যে, আল্লাহ কুরআনে নিজেকে বোঝাতে ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন?’

আরজু মাথা নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ, এটা সত্য।’

রুমেলের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, ‘তুই তো ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের। Royal We সম্পর্কে জানিস না?’

‘হ্যাঁ, জানব না কেন? ‘Royal We is the use of ‘We’ instead of ‘I’ by an individual person as traditionally used by sovereign.’

‘বাহ! তুই তো দেখি অক্সফোর্ড ডিকশনারির ডেফিনেশনটা হুবহু মুখস্থ করে ফেলেছিস।’

রুমেলর মুখস্থ ডেফিনেশন বলা আর আরজুর পচানি শুনে আমরা হাসলেও বুঝতে পারলাম না Royal We মানে কী!

আরজু বিষয়টা আরও সহজ করার জন্য বলল, ‘ইংরেজিতে Royal We হলো ঐশ্বর্যশালী বহুবচন; যা দ্বারা একজনকেই বোঝায়। যেমন, কোনো রাজা যখন একটি রাজ্য জয় করতেন তখন বলতেন ‘We have conquered the land’ এখানে ব্যবহৃত We হলো Royal We। এখানে রাজা We ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। ১৯৮৯ সালে মার্গারেট থ্যাচার যখন দাদি হন তখন তিনি এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলেন, We have become grandmother. এই সব জায়গায়

We এর ব্যবহার হলো Royal We হিসেবে।'

সোহান এবার বলল, 'Royal We' কি তাহলে রাজা-রাণীরাই ব্যবহার করেন?'

'না, আমরাও ব্যবহার করি। আচ্ছা বল তো Subject first অথবা second person singular number হলে verb singular হয়, নাকি plural?'

আমরা সবাই সমস্বরে বললাম, 'verb singular হবে।'

আরজু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'You' second person singular number। তাহলে 'You' এর সাথে verb কী হবে?'

আমি বললাম, 'is অথবা was হবে।'

আরজু বলল, 'তাহলে আমরা You is/was my friend বলি, নাকি You are/were my friend বলি।'

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। আরজু বলে চলল, 'এখানে are টা হলো Royal plural; যা একজনকেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।'

এতোক্ষণে আমরা Royal We বুঝলাম; কিন্তু এটা বুঝে আসছে না—আল্লাহ কেন Royal We ব্যবহার করলেন। আমাদের মুখভঙ্গি দেখে হয়তো আরজু বুঝল আমরা এটাই জানতে চাচ্ছি, তাই সে বলা শুরু করল, 'কুরআনের যত জায়গায় আল্লাহ 'আমরা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন তার বেশিরভাগ জায়গায় আল্লাহ নিজের ক্ষমতা প্রকাশে কিংবা আল্লাহর দয়া বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। আর আরবী ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। এ ভাষা বুঝতে হলে কেবল এ ভাষার অর্থ আক্ষরিকভাবে বুঝলেই হবে না।'

টিএসসির অডিটরিয়ামে আবার আরেকটা গান শুরু হয়েছে। 'হাম তুমকো নিগাহো ম্যা, ইস ত্যারা চুপা ল্যাঙ্গো...তুম চাহে ব্যাচো জিতনা, হাম তুমকো চুরা ল্যাঙ্গো...।' মনে হচ্ছে যেন আজকের সবগুলো গান 'হাম' দিয়ে।

তখন আরজু বলল, 'এই যে হিন্দিতে 'হাম' দিয়ে যে গান গাওয়া হচ্ছে, এই 'হাম' অর্থ আমরা; কিন্তু গানে 'হাম' মানে আমরা না বুঝিয়ে 'আমি' বোঝানো হচ্ছে। হাম হলো হিন্দি ভাষার Royal We।'

এরইমধ্যে মাগরিবের আযানের সুর ভেসে এলো, আমরা চললাম সেন্ট্রাল মসজিদের দিকে। হামওয়ালা গানগুলোও তখন বন্ধ হয়ে গেল।

ডায়েরিটা পড়া বন্ধ করলাম। তখন মনে পড়ল আবিরের কথা। কয়েকদিন আগে আবির আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল। তখন ব্যস্ত থাকার কারণে উত্তর দিতে পারিনি। তাছাড়া অনেকদিন ধরে আবিরের সাথে দেখা হয় না। ফোন হাতে নিলাম আবিরকে বাসায় আসার দাওয়াত দেবার জন্য।

* * *

আলেকজান্দ্রিয়ার বইগুলো কে পুড়িয়েছেন?

ভার্সিটির সেন্ট্রাল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে ‘বিসিএস লাইব্রেরি’ করলেই হয়। ভোরবেলা থেকে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে থাকে লাইব্রেরিতে বসার একটা সিট পাবার জন্য। বসে কী পড়বে? ব্যাগে নিয়ে আসা বিসিএসের বই!

শুনেছিলাম এই লাইব্রেরিতে নাকি প্রায় ছয় লক্ষ বই আছে। তবে দুঃখজনক হলো, কোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে গেলে দেখা যায় বইয়ের গায়ে ধুলোর স্তুপ জমে আছে। বই পড়তে গেলে আগে বইয়ের গায়ের ধুলোবালি মুছতে হয়।

ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিসিএসের চিন্তা এমনভাবে পেয়ে বসে যে, লাইব্রেরির অন্যান্য বইগুলো খুলে দেখার সময়ও তারা পায় না। অবশ্য এরমধ্যে ব্যতিক্রমও কেউ কেউ আছে। আরজু তাদের একজন।

আজ আরজু লাইব্রেরিতে আসেনি, আমি একা এসেছি। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে আমরা একটি কাজ শুরু করেছি। আমরা বলতে—আমি, জামান আর আরজু। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট লেখকদের বই থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করার কাজ আমার। জামানের কাজ ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো থেকে শুধু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশগুলো আলাদা করা। আর আরজুর কাজ হলো উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে করা অমুসলিম, ওরিয়েন্টালিস্টদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং তার জবাব দেওয়া।

লাইব্রেরিতে আমার কাজ শেষ করে মোবাইল বের করলাম। আরজু বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় মোবাইল সাইলেন্ট করেছিলাম; তাই বুঝতে পারিনি।

আরজুকে ফোন করলাম। সে কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে বসে আছে। দুপুরে আমাদের একসাথে খেতে যাবার কথা। অনেকদিন ধরে পুরান ঢাকার বিরিয়ানি খাই না।

ব্যাগ গুছিয়ে আরজুর কাছে গেলাম। আরজু আলী সাল্লাবীর লেখা ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী’ বইটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আরজুর পাশে বসলাম। কবরের দিকে তাকিয়ে আরজু বলল, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের ‘উমর ফারুক’ কবিতা পুরোটা পড়ছিস?

‘মাধ্যমিকের বাংলা বইয়ে যেটা ছিল?’

‘হ্যাঁ, অবশ্য বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া। পুরো কবিতাটি আরও বড়।’

‘না, পুরোটা পড়িনি।’

আরজু মোবাইল বের করে ‘কবিতাগুচ্ছ’ এ্যাপটা ওপেন করল। এটাতে আরজু তার পছন্দের কবিতাগুলো নোট করে রাখে।

যোহরের নামাজের বেশ বাকি আছে। আরজু কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। কী দরদমাখা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচিত্র কবিতায় তুলে ধরছেন—

ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী।

কবিতা আবৃত্তির এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হলেন রিয়ান ভাই, সাথে তার স্কোয়াড। আদর্শিক দিক থেকে আরজু আর রিয়ান ভাই উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু হলেও তাদের মধ্যে বেশ সখ্য। আরজু যেমন তার আদর্শিক দাওয়াতের বই রিয়ান ভাইকে উপহার দেয়, রিয়ান ভাইও তাদের আদর্শিক বইগুলো আরজুকে উপহার দেন।

‘শাহবাগ যাচ্ছিলাম। দেখলাম তুমি এখানে বসে আছ, তাই ভাবলাম ছোট ভাইটার সাথে দেখা করে যাই।’

‘যাক, ছোট ভাইয়ের কথা তাহলে মনে আছে।’

রিয়ান ভাই নানা ব্যস্ততার কথা বললেন, যার দরুন আমাদের সাথে দেখা করতে পারছেন না ইদানীং। তার সাথে থাকা সবাইকে পরিচিয় করিয়ে দিলেন।

আরজুর চোখ গেল একজনের হাতে থাকা একটি বইয়ের দিকে। ছেলেটির নাম রণক, Sociology-তে পড়ে। রণক বইটি উঁচিয়ে দেখাল, মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা *আরো একটুখানি বিজ্ঞান*।

রণক বলল, ‘রিয়ান ভাই বইটা গিফট করেছেন।’

‘না বললেও বুঝতাম, এই বইটা রিয়ান ভাই-ই গিফট করে থাকবেন। কয়েকদিন আগে আমাকেও তিনি বইটা গিফট দিয়েছিলেন। বইটা এখনও পড়া হয়নি।’

আমরা এখন কী কাজ করছি জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে কাজ করছি।’

রিয়ান ভাই বললেন, ‘Oh! The man who burnt the books in Alexandria Library?’

আরজু বলল, ‘রিয়ান ভাই, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শোনার পর তো একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফার কথা বলতে পারতেন, বলতে পারতেন একজন প্রজাদরদী খলীফার কথা; কিন্তু তা না বলে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি পোড়ানোর কথা কেন বলছেন?’

‘আসলে আরজু, এটা মানবপ্রকৃতি। যেমন ধরো, একটা হোয়াইট বোর্ডে যদি কালো মার্কারের একটা দাগ থাকে তাহলে পুরো হোয়াইট বোর্ডে সাদা অংশটুকুতে চোখ না পড়ে শুধু চোখ আটকাবে কালো অংশটুকুতে। ঠিক তেমনই, উমার অনেক কিছু করছেন ঠিক; কিন্তু তার জীবনের ওই একটা কাজ পুরো হোয়াইট বোর্ডের কালো দাগের মতো ভেসে ওঠে।’

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের হোয়াইট বোর্ডে কালো দাগটা কী সেটা রিয়ান ভাই এক্সপ্লেইন করলেন। তিনি যা বললেন, তা মোটামুটি এরকম :

খলীফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময় যখন মিসর বিজিত হয় তখন মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। আলেকজান্দ্রিয়ার

লাইব্রেরির বইগুলো কী করবেন, সে-সম্পর্কে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন—

‘বইপত্রগুলো যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ না হয়, তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। আর বইপত্রগুলোতে যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ কথা থেকেও থাকে, তবে সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বইগুলো ধ্বংস করো।’

খলিফার নির্দেশে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলেন। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম লাইব্রেরিটি এভাবেই ধ্বংস করা হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারের নির্মম বলি হয় দ্যা গ্রান্ড লাইব্রেরি।

ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে গতরাতে আরজুর সাথে আলোচনা হয়েছে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লেখার কাজটুকু করতে গিয়ে আরজুর পার্টে এটা পড়েছিল। এই বিষয়ে আমার পার্ট থেকে কিছু ইনফরমেশন আরজুকে দিয়েছিলাম। যেহেতু আমার কাজ ছিল অমুসলিম লেখকদের বই থেকে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর অংশটুকু আলাদা করা।

গতরাতের তথ্যগুলো থেকে আরজু বলা শুরু করল—

‘রিয়ান ভাই, মুসলিমরা মিসর জয় করে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে আর আপনি যে ঘটনাটি বললেন, সেটি লিপিবদ্ধ করা হয় মিসর জয়ের প্রায় ৬০০ বছর পরে।’

রিয়ান ভাই এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন।

‘প্রথমে আব্দুল লতিফ (১২০৩) তারপর ইবন আল কিফতি (১২২৭) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এই দুজনের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিস্টান লেখক বারহেব্রাইয়াস (Barhebraeus) ঘটনাটি উল্লেখ করেন। ১৬৬৩ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রফেসর Edward Pococke এই ঘটনাটি উল্লেখ করে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।’

এই বলে আরজু তার হাতে থাকা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী নিয়ে লেখা ড. মুহাম্মদ আলী আস-সাল্লাবীর বইটি খুলল।

‘এই দেখুন রিয়ান ভাই, ড. মুহাম্মাদ আলী আস-সাল্লাবি তার *Umar Ibn Al-Khattab- His Life and Times* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া নির্দেশের ঘটনাটিকে একটি ‘বানোয়াট গল্প’ বলে উল্লেখ করেছেন।’[১]

আরজুর কথা শুনে রিয়ান ভাই বিকৃত এক হাসি দিলেন। তার সাথের একজনকে বললেন, ব্যাগ থেকে বই বের করতে। সে ব্যাগ থেকে বই বের করলে রিয়ান ভাই বললেন, এই দেখো, এম.এন রায় তার *The Historical Role of Islam* বইতেও এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। একজন মুসলিম ইতিহাসবিদ উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডিফেন্ড করতে এই ঘটনাকে ‘বানোয়াট’ বলতেই পারে; কিন্তু এম.এন. রায় ঠিকই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এবার বলো, কার কথাকে সঠিক মানব?

আমার ব্যাগ খুঁজতে লাগলাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনাকে অমুসলিম ইতিহাসবিদরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন এটার এক কপি আরজুকে দিয়েছিলাম, আরেক কপি আমার ব্যাগে থাকার কথা। আলহামদু লিল্লাহ, খুঁজে পেলাম। আরজুর কাছে কপিটা দিয়ে বললাম, এই নে।

আরজুর কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে কপিটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলা শুরু করল—

‘আপনি এই ঘটনার জন্য যেহেতু মুসলিম সোর্সগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, এজন্য আমি অমুসলিম সোর্সগুলো থেকেও ঘটনাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ। ইসলামের ইতিহাস জানতে আপনারা যে-ব্যক্তিটির ওপর ভরসা করেন, সেই পি.কে. হিট্টি এই ঘটনাটিকে কী বলেছেন—এবার দেখে নেওয়া যাক। আরজু হাতে থাকা কপি থেকে পড়া শুরু করল।

পি. কে. হিট্টির ভাষায়—

> At the time of the Arab conquer (Egypt), therefore no library existed in Alexandria.

---

[১] *Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times by Dr. Muhammad Ali al-Sallabi,* vol-2, page 339–341

অর্থাৎ, আরবরা যখন মিসর জয় করে তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় কোনো লাইব্রেরিই ছিল না।

মুসলিমরা মিসর জয়ের আগে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি অন্তত ৪ বার বিভিন্ন যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রথমবার ৮৯-৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, দ্বিতীয়বার জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ৪৮ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয়বার ২৭৩ খ্রিস্টাব্দে, চতুর্থবার ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশের ইতিহাসকে পি.কে হিট্টি বলেন—

> Tales that make good fiction but bad history.

অর্থাৎ, এই গল্পটা 'বানানো গল্প' হিসেবে খুব ভালো; কিন্তু ইতিহাসের বেলায় খুব দুর্বল।[১]

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্থার স্ট্যানলি ট্রিটন তার *What Happened To The Ancient Library Of Alexandria* গ্রন্থে লেখেন—

> It has been proved that Umar I did not destroy the library at Alexandria.

আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি লেখেন—

> The myth of the arab destruction of the library of alexandria is not supported by even a fabricated document.

অর্থাৎ, আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের কাহিনি একটি জাল দলিলপত্র দিয়েও সমর্থিত নয়।[২]

এতোটুকু শুনেই রিয়ান ভাই আর তার স্কোয়াডের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, এর পরের তথ্যবোমা শুনে না জানি কী অবস্থা হয়।

---

[১] History Of The Arabs From The Earliest Times To The Present by Philip K. Hitti, page 166

[২] What Happened To The Ancient Library Of Alexandria by Bernard Lewis, page 213 – 217

আরজু বলে চলল, ‘আপনারা যাকে দার্শনিক পিতা বলেন, হুমায়ূন আজাদ তার *আমার অবিশ্বাস* বইটি যাকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই ব্রিটিশ দার্শনিক এবং ইতিহাসবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল তার *Human Society in Ethics and Politics* গ্রন্থে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেবার কাহিনিটিকে মুসলিমদের অসহিষ্ণুতা প্রমাণের জন্য ‘খ্রিষ্টানদের প্রোপাগাণ্ডা’ এবং ‘সম্পূর্ণ বানোয়াট’ বলে অভিহিত করেছেন।’[১]

কিছু মানুষ তাদের পছন্দের মানুষদের কথা শুনলে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। তাদের এসব পছন্দের মানুষরা যা-ই বলেন না কেন, কথায় কথায় তারা বলে ‘সহমত ভাই’।

রিয়ান ভাইদের কাছে বার্ট্রান্ড রাসেল এমন একজন ফিগার। বার্টান্ড রাসেল যেহেতু ঘটনাকে বানোয়াট বলেছেন, রিয়ান ভাইদেরও তখন আর মেনে নিতে আপত্তি নেই, ঘটনাটি যে বানোয়াট।

রিয়ান ভাই তখন হয়তো মনে মনে বলছেন, ‘ছেড়ে দে ভাই, কেঁদে বাঁচি’; কিন্তু আরজু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, বলেই চলল,

‘আরেক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আলফ্রেড জে. বাটলার উমার রাযিয়াল্লাহুর লাইব্রেরি পোড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার ইতিহাসকে একটি হাস্যকর কাহিনি বলে উল্লেখ করে বলেছেন—

> The story is a mere fable, totally destitute of historical foundation.[২]

ভারতের পণ্ডিত ডি.পি. সিংগহাল তার *India and World Civilization* গ্রন্থে কাহিনিটিকে একটি ‘বানোয়াট’ কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

[১] Human Society In Ethics And Politics by Bertrand Russell, page 217 – 218

[২] The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion by Alfred J. Butler, page 405 – 408

[৩] India And World Civilization by D. P. Singhal, volume 1, page 136 – 137

এডওয়ার্ড গিবন এই কাহিনিকে জোরালোভাবে অস্বীকার করে বলেন—

> I am strongly tempted to deny both the fact and the consequences.’ [১]

এই বলে আরজু উঠে দাঁড়াল। রণকের হাত থেকে *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইটি নিয়ে রিয়ান ভাইকে দিয়ে বলল, ‘অন্তত এই বইটার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উল্টালেই আপনার অভিযোগের জবাব পেয়ে যাবেন।’

এই বলে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। পেছনে চেয়ে দেখলাম রণক ভাই *আরো একটুখানি বিজ্ঞান* বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে।

মনে মনে বললাম, এখনও কি তাদের সত্য গ্রহণের সময় আসেনি?

* * *

---

[১] The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire by Edward Gibbon, volume V (3), page 439